সমকামী যিশু -- রক্তাক্ত ক্রুশ

মোহাম্মদ বদর উদ্দিন সাবেরী

তাঁহার জন্মঃ পূণ্য অপূণ্য বিতর্ক

ছিলেন তিনি সমুদ্র হৃদয়! প্রচার করতেন জীবে ভালবাসা, আত্মার শুদ্ধতা আর অহিংসার সুভাকুশুম বাণী। সে যুগে নয় এ' যুগে তার অন্তর্ধান বা মৃত্যুও দু'হাজার বৎসর পেরিয়ে তাঁর জন্মের তদন্ত শুরু। এ'যুগের বোদ্ধাদের হাতে। নৃ-তত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ ধর্মীয়

দার্শনিকগণ, ধর্ম গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যাকে কাহিনী আখ্যান দিয়ে, তাঁর জীবন, প্রচারণা, তত্ত্বমতকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক কোনও কিছুই নয়। খুবই সাধারণ, আটপৌরে, অর্থনৈতিক এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবৈধও। যীশু যুগে, হেলেনীয় সভ্যতায় তৎকালীন সমাজে ধর্মপরায়ণা মহিলাদের "ঐশ্বরিক সতী (virgin)" অবিধায় আখ্যায়িত করা হত, "সতী" শব্দটি এ'বিশেষণটি ব্যবহৃত হত, যে সমস্ত মহিলগণ ছিলেন, ধর্মীয় সেবায় নিবেদিতা প্রাণ (Nun)। যীশু যুগে ইহুদি ধর্মাবলম্বী একটি গোঁড়া সম্প্রদায়ের মাঝে, এক অদ্ভুত বিবাহ রীতির প্রচলন ছিল। বিবাহে ইচ্ছুক কোনও নারীকে "প্রথম বিবাহের" পূর্বে অবশ্যই সতী থাকতে হবে, শারিরীকভাবে, ধর্মগোষ্ঠীর প্রধান শর্ত। বিষয়টা খোলাসা করা যাক "প্রথম বিবাহ" কি এবং বিবাহ রীতি। এবং তাঁহার জন্ম।

ইতিহাস যতটুকু স্বাক্ষ্য দেয় মহামতি যীশূ'র পিতা যোশেপ Essene গোত্রীয় ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এ সম্প্রদায়ের বিবাহরীতি অনুসারে, পাণী গ্রহনোচ্ছুক কোন যুবার কোন যুবতীর প্রতি "প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিবাহ" (Betnthal Period) এহেন ঘোষণা দিয়ে বাগ্‌দত্তাকে চিহ্নিত করতে হত। এহেন "প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিবাহ" এর সময় হত কয়েক বৎসর। বিবাহের এ'কয়েক বৎসর শারীরিক মেলামেশা সম্পূর্ন নিষিদ্ধ। "প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিবাহের" এ'কয়েক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর, প্রাথমিক বিবাহোৎসবের আয়োজন করা হত, যাতে শারীরিক মিলনের অনুমতি ছিল। প্রাথমিক বিবাহের এ'ক্ষণটিকে 'পরীক্ষামূলক-বিবাহ' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ বিবাহের বাধনক্ষণ ছিল তিন বৎসর। প্রাথমিক বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যে কোনও মহিলা গর্ভবতী হলে, তিন মাসে পর্যন্ত অপেক্ষা করা হত, পর্যবেক্ষণ করা হত, মহিলাটির গর্ভ-ক্ষরণ হয় কিনা। তিন মাস গর্ভবস্থারক্ষণ পেরোলেই আয়োজন হত তৃতীয় দফা বিবাহোৎসবের, অথবা চুড়ান্ত বিবাহের। যেখানে শর্তারোপিত ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ বা অবৈধ। চুড়ান্ত বিবাহের সন্ধিক্ষণে কোনও মহিলা যেহেতু গর্ভবতী হতেন, চুড়ান্ত বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সমাপন্তেই, একটি কঠিন শর্তারোপ থাকত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই আর কোন শারিরিক মেলামেশা নয়। এ' বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর বিবাহিত পুরুষকে তাঁর

”কুমার জীবনে” (Celibate life) ফিরে যেতে হত। বিবাহিতা নারীকে বাধ্য করা হত তাঁর স্বামী ব্যতিরেকে ধর্মীয় ও ঈশ্বর সেবার জীবন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। Essene গোত্রীয় ইহুদী সমাজে এটাই ছিল ‘সতী’ নারীর সংজ্ঞা। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিবাহ, প্রাথমিক বিবাহ এবং চুড়ান্ত বিবাহের আনুষ্ঠিকতা সমাপান্তে ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত থেকে স্বমীসংগ ব্যতিরেকে যে নারী সন্তান জন্ম দিতেন, তিনিই ছিলেন, “সতী” ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিবহেরক্ষণ কাল যেহেতু কিছুটা দির্ঘায়িত ছিল, উভয়পক্ষের উপর একধরণের জৈবিকও মানসিক চাপ বিদ্যমান থাকত। নিউ টেষ্টামেন্ট এখানে স্বাক্ষ্য দেয় অনেকটা Essene গোত্রের ভাবাদর্শকেই নিউ টেষ্টামেন্ট ঘোষণা দেয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিবাহের ক্ষণ যে পুরূষ কামাবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন তিনিই “সতী ব্যক্তি”। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিবাহের ক্ষণে, এবং প্রথম বিবাহের পূর্বে যদি কোন নারী গর্ভবতী হতেন ঘোষণা দেওয়া হত, “একজন সতী গর্ভবতী হলেন”। মহিলাটি চিহ্নিত হতেন “সতী” হিসেবেই, কিন্তু শারিরিকভাবে নয়। ব্যাপারটা এ’রকম কোনও যুবক-যুবতী যুগল তাদের বাগদত্তা অবস্থায় কোনও সন্তানের আগমণ বার্তার ঘোষণা দেন। আধুনিক নির্দয় ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মহামতি যূশুর জন্ম এ’ভাবেই।

বংশুনুক্রমিক তালিকায় যীশুর পিতা ছিলেন রাজা ডেভিড এর উত্তারাধিকারী এবং অধস্তন পুরুষ। ইহুদী সমাজের Essene গোত্রভুক্ত যোশেপ এখানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন প্রকৃতই মেরী ছিলেন “সতী”। এ’দম্পতির ক্ষেত্রে প্রথম বিবহ অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই “সতী মেরী” গর্ভবতী হন। যোশেপ গোত্র রীতি ভাঙ্গার দায়ে অভিযুক্ত হন। তাঁর সামনে একটাই পথ ছিল “সতী মেরী” কে দুরে কোথাও রেখে আসা। ভূমিষ্ঠ সন্তান Essene গোত্র কর্তৃক চিহ্নিত হবে “অবৈধ সন্তান” হিসেবে। পিতৃহীন এক এতিম বালক, যে কোন ও কিছুর উত্তরাধিকার হবে না।

মহামতি যীশু ধরাধামে আসেন, বেথেলহেম এ না? নির্দয় ইতিহাসের আধুনিক সাক্ষী অন্য কোনও খানে।

দুই

তিনি কি রাজা? নৈব চঃ নৈবঃ চ

যীশু জন্মগ্রহণ করেন বেথেলহেম এ নয়। সমতলভূমি কুমরান (Qumran) এর এক কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত কোনও এক গৃহে। (Jesus the man – Banbara Thieniry, Page 69) । উক্ত স্থানে তাঁর ভূমিষ্ঠ হবার কারণ, তাঁর সমসাময়িক কালে তাঁর মা’র গর্ভধারণ “অবৈধ” হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং তিনি ও চিহ্নিত হন “অবৈধ সন্তান” হিসেবে। কুমরান নামক অঞ্চলটিতে একসময় প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়। যেখানে পুরোহিতদের এ তত্ত্বাবধানে অবৈধ সন্তানদের বেড়ে উঠা, তাদের পরিচর্যা ও ভবিষ্যৎ পৌরহিত্যের দীক্ষা দেওয়া হত। তৎকালীন

সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে, জেরূজালেম বা সংযুক্ত অঞ্চলের কোনও যুবতী এ'রূপ গর্ভবতী হতেন, তারা কুমরান অঞ্চলে চলে যেতেন আগত সন্তানের নিরাপদ সামাজিক প্রসবের জন্য। Essene গোত্রের ইহূদীদের, পূর্বসূরীদের এ জাতীয় সন্তানদের প্রতি ছিল এক ধরণের, অনুভূতি, অনুকম্পা ও অনুশোচনা। তারা মা ও শিশু উভয়কেই নিয়ে আসতেন পবিত্র উপসনালয়ে, যেখানে বেড়ে উঠা পুরূষ শিশুটিকে ভবিষ্যত একজন পুরোহিত হবার দীক্ষা দেওয়া হত।

যে সমস্ত শিশু এ'রূপ ভূমিষ্ঠ হত, তাদের সাথে মায়েরাও অনুমতি পেলে শিশুটিকে সঙ্গ ও পরিচর্যা দেবার। তাদের থাকার নিবাস ছিল একটু ভিন্ন। রজঃস্বলা রমণীগণ তাদের রজঃস্রাব থেকে "পবিত্র" হবার জন্য যে সব গৃহে অবস্থান করতেন, ভূমিষ্ঠ শিশু ও মায়ের আবাস নির্ধারিত ছিল সেখানেই। ইতিহাস সাক্ষী দেয় তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় নারীদের তথাকথিত "পবিত্র" হওয়ার আলাদা গৃহ ছিল। কুমরান অঞ্চলটিতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০ বা ৩১ সালে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়, অঞ্চলটি পুরোহিতদের আবাস উপাসনার উপযোগী করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ১১ সালে। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে কুমরান অঞ্চলের পুরোহিত নিবাস "Manyer" হিবেবে চিহ্নিত হয়। প্রতীকি দৃষ্টিকোণ ও বিচারে Manyer ই চিহ্নিত হয় বেথলেহেম হিসেবে। এ'ভাবেই তাঁর জন্ম পুস্তকীয় ও প্রতীকি জন্ম হিসেবে চিহ্নিত হয় বেথ্‌লেহেম বলে জেরুজালেমের দক্ষিণে। যৌক্তিক বিচার ও বিশ্লেষণ আরেকটু পরিস্কার করা যাক। ভূমিকম্পের পর কুমরান অঞ্চলের পুরোহিত নিবাস Manyer প্রতীকি 'বেথলেহেম' হিসেবে চিহ্নিত হত, যা পরে চিহ্নিত হয় "যুডার বেথলেহেম" হিসেবে। এইরূপে কুমরান সমতলের দক্ষিণাংশের গুহ সমূহ চিহ্নিত হয় একে একে "The queen's house", "The manyer" এবং "Bethlehem of Judea" হিসেবে।

ম্যাগডালীনা

তিন

মেরী ম্যাগদালীন --- আধ্যাত্মি নয়, দৈহিক সঙ্গিণী

ধর্মান্ধ ধর্মীয় পুরোহিত ও "পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ" নৈর্ব্যক্তিক থাকলেও বিভ্নি গসপেল (Gospel) এর বর্ণনায় এটা প্রমাণিত এবং দীপ্যমান, প্রতীয়মান হয় যে যীশূ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। গসপেল সমূহের বর্ণনায় তিনি আর কেউ নন মেরী ম্যাগদালীন। একটি ঐতিহাসিক কিন্তু বিতর্কিত চরিত্র এই মহিলা। জন কর্তৃক বিরচিত গসপেল আমাদের জ্ঞাত করে। বিথানীর মেরী (Mary of Behani) যিনি আর কেই নন মেরী ম্যাগদালীন,। তার গৃহ সদা প্রভু যীশু উপস্থিত হন এক সময়। যখন Essene রীতি মোতাবেক মেরী ম্যাগদালীনের শরীর ও চর্মের সৌন্দর্য Ointment চর্চা চলছিল। আর পাত্রটি আর কেউ নন, স্বয়ং যীশু। তৎকালীন সামাজিক আচার রীতি, নীতি মোতাবেক মেরী ম্যাগদালীন ও যীশুর সম্পর্ক মোটেই

আধ্যাত্মিক নয়, একটি প্রকৃত বিবাহ। ইহুদী সমাজভুক্ত Essene গোত্রের একজন হিসেবে, সমাজ রীতি অনুসারে যীশু বিবাহে ছিল। বাধ্যবাধকতা, কেননা একজন Essene গোত্রের সদস্য হিসাবে বংশ রক্ষার কঠোর রীতি ছিল প্রচলিত এবং সেই সাথে যীশুর নিজের বৈধতার প্রশ্নটিও ছিল জড়িত। যীশু যখন বিবাহ উপযুক্ত পাত্র হন, সেই সময় জনাথন নামক এক ব্যক্তি পোপ মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন। যদিও কাইয়াফাস (Caiaphas) নামক কোনও এক ব্যক্তি প্রধান পুরোহিত ছিলেন। যীশু জনাথন কর্তৃক স্বীকৃত ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন।

ল্যুক কর্তৃক বিরচিত প্রধান এবং প্রামাণিক গসপেল এর বর্ণনামতে আমরা জানতে পারি। ৩০ খ্রীষ্টাব্দে যীশু যখন ছত্রিশ (৩৬) বয়স্ক একজন পূর্ণ যুবা, সেই ৩০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁর বিবাহের "প্রাথমিক উৎসব" সম্পন্ন করেন Essene রীতি অনুসারে। এবং তাঁর "চুড়ান্ত বিবাহ" উৎসব সম্পন্ন হয় ৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ সেপ্টেম্বর মার্চ মাসে যে সময়টা ছিল তাঁর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়া পূর্বক্ষণ সমূহ। "প্রাথমিক বিবাহ" (Trail Marriage) সম্পন্ন হবার পরেই মেরী ম্যাগদালীন যীশু কর্তৃক গর্ভবতী হন এবং অধিকাংশ সেপ্টেম্বর মাসে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। যার নাম তামার (Tamar) মতান্তরে সারাহ (Sarah)। মেরী ম্যাগদালীন একটি ঐতিহাসিক প্রামানিক কিন্তু বিতর্কিত চরিত্র। কোন কোনও ঐতিহাসিকের মতে, যীশুর সাথে মতদ্বৈততার কারণে তাঁদের বিবাহ পর্যন্ত বিচ্ছেদ হয়। মেরী ম্যগদালীন ছিলেন রোম শাসনাধীন অত্যাচারিত জেরুজালেমের ইহুদী সম্প্রদায়ের কর্তৃক গঠিত চরমপন্থী Zealot সংগঠনের এক সক্রিয় সদস্য। যে সংগঠনের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন জুডাস ইসকারিওট (Judas Iscariot)। পরবর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় "Christians" এবং "Zealot" অধিভুক্ত সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে, মেরী ম্যাগদালীন Zealot সংগঠনের পক্ষাবলম্বন করেন।

শিশু যীশু ও যোসেফ

মেরী ম্যাগদালীন, যীশুর সাথে বিবাহকালে তৎকালীন সামাজিক রীতি মোতাবেক বয়স্কা রমনী ছিলেন। প্রায় সাতাশ বৎসর। ইতিহাস নাড়াচাড়া করে যতটুকু জানা যায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৩ খ্রীষ্টাব্দে। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী একজন কুমারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন ষোল থেকে বিশ ব্যসরের মধ্যেই। গবেষকগণ দাবী করেন, মেরী ম্যাগদালীন এর অতি বয়সী বিবাহের কারন একটাই, পূর্বে তিনি বিবাহিতা ছিলেন। যীশুর সাথে তাঁর বিবাহ প্রথম বিবাহ নয়। শুধু তাই নয়, জুডাস ইস্কারিঅট, ৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, যখনী যীশূ ও মেরী ম্যাগদালীন "চুড়ান্ত বিবাহোত্তর"-এ বিবাহ আদৌ বৈধ কিনা এবং এর কোনও আইনগত ভিত্তি আছে কিনা। তাঁর এহেন অভিযোগ উত্থাপনের হেতু মেরী ম্যাগদালীন এর পূর্ব বিবাহ এবং বিচ্ছেদ।

ষাড়যান্ত্রিক তত্ত্ব (Conspiratory theory) আর যাই বলি না কেন, যৌক্তিন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। বংশ রক্ষা ও উত্তরাধিকার রক্ষার্থে Essene গোত্রের একজন হিসেবে যীশু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য ছিলেন এবং তিনি বিবাহিত ছিলেন। কোন কোনও ঐতিহাসিক তো আরও

আগ বাড়িয়ে একবার ভার্যা গ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ, তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেন না। যীশূ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাদের মতে তিন ক্রুশবিদধ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু যেভাবে হউক কিন্তু "আলৌকিক" নয় তিনি মুক্তি পান বা উদ্ধার হন এবং স্বাভাবিক মুত্যু বরণ করেন। তাদের মতে যীশু ও মেরী ম্যাগদালীন যুগলের সন্তানরা হচ্ছেন কন্যা সন্তান তামার (Tamar) জন্ম সেপ্টেম্বর ৩৩ খ্রীষ্টাব্দ,পুত্র জেসাস জাস্টাস (Jesus Justus) জন্ম জুন ৩৭ খ্রীষ্টাব্দ এবং দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম মার্চ ৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। খ্রীষ্টাব্দ ৪৪ এর দিকেই মেরী ম্যাগদালীন যীশূ থেকে আলাদা হয়ে যান। আধ্যত্মিক এবং রাজনৈতিক মতদ্বৈততার হেতু এবং পরিণতিতে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ।

মোহাম্মদ বদর উদ্দিন সাবেরী, এডেলেইড, ১১/০২/২০০৬

তথ্যবহুল ও গবেষনামূলক এ লেখাটির বাকি অংল আগামী সংখ্যায় দেয়া হবে - - -